জারকের ইজ্জত-মূল্য কত?

কর্ণফুলী'র বিজয়

গত ২০০৬ সনের শেষ দিকে অষ্ট্রেলিয়াতে রিফুজি ভিসায় আশ্রয়প্রাপ্ত একজন অখ্যাত ও অতি সাধারন বাংলাদেশী যুবক ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের গনহত্যার ইস্যু নিয়ে আচানক অষ্ট্রেলিয়ান ফেডারেল কোর্টে একটি অভিনব মামলা করে প্রবাসী কমিউনিটিতে হঠাৎ পরিচিতি লাভের অপচেষ্টা করে। রিফুজি যুবকটি বাংলাদেশে অবস্থানকালে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলাম ও রাজাকারদের সহযোগী হিসেবে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিল। সন্ত্রাসী হামলায় ব্যাবহার করার জন্যে তার এক সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বোমাবাজ-বন্ধু একটি শক্তিশালী বোমা বানাতে গিয়ে বোমা-কারখানাতেই মারা যায়। নিহত বন্ধুর রক্তে দৃপ্ত শপথ নিয়ে প্রাক্তন জারক [জামাত-রাজাকার কর্মী = JaRaK] যুবকটি ইসলামী সংগঠন থেকে ইস্তফা দেয় বলে দাবী করে। [এ সকল তথ্য কয়েকমাস ধরে সিডনীস্থ বিভিন্ন বাংলাদেশী মিডিয়াতে তার দেয়া জবানবন্দিতে সে বলেছিল, কর্ণফুলীর কাছে প্রায় প্রতিটি বক্তব্যের বাংলা ও ইংলিশ ট্রান্সক্রিপ্ট সুরক্ষিত আছে] উক্ত জারক প্রথমে লেখাপড়ার নাম করে পাশ্ববর্তি দেশ নিউজিল্যান্ডে গিয়েছিল বলে শোনা যায়, কোন এক অজানা কারনে সেখান থেকে তাকে পুনরায় দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল এবং পরে সে অষ্ট্রেলিয়াতে একটি 'টুরিষ্ট ভিসা' নিয়ে ২০০৩ সনে ঢুকে। অতঃপর নিজের দেশে 'ইসলামী জঙ্গি'দের সাথে বেঈমানীর কারনে জীবন নাশের উছিলা দেখিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে 'রিফুজী ভিসা'র জন্যে আবেদন করে বসে। জগৎ-স্বর্গ সম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী ও শান্তিকামী দেশ অষ্ট্রেলিয়া অতি সরল-সহজে তার গল্পটি বিশ্বাস করে তাকে আশ্রয় দেয়। অতপর জারক নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষাব্দি ২০০৬ সনের জুলাইতে নিজেকে একজন মাইগ্রেশন দালাল (মাইগ্রেশন এজেন্ট) হিসেবে নথিভুক্ত করে নেয়। মাইগ্রেশন দালাল প্রশিক্ষনের কোর্স মেয়াদ মাত্র দু সপ্তাহ [১৫ দিন], এ জন্যে কোন 'ল' ডিগ্রী বা বিশ্ববিদ্যালয় সনদের প্রয়োজন হয়না। ল ডিগ্রী ও যোগ্যতাহীন অখ্যাত এই জারক আচানক নিজেকে একজন সলিসিটর/আইন ব্যাবসায়ী বলে বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করে দেয়। একাত্তুর সনে বাংলাদেশে গনহত্যার যন্ত্রনায় কাতর দেখিয়ে এই জারক অষ্ট্রেলিয়ান ফেডারেল আদালতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মার্কিন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'গোপাল ভাঁড়ে'র কৌতুককে হার মানাবার মত একটি ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করে নিজেকে কমিউনিটিতে উজ্জল করতে অপচেষ্টা করে।

অভিনব ঐ মামলা বিষয়ে বাংলাদেশের দৈনিক জনকণ্ঠ সহ সিডনীস্থ কয়েকটি স্বার্থান্বেষী 'কমিউনিটি মিডিয়া' জারকের প্রচারের নেমে পড়ে। ব্যাতিক্রম ছিল মাত্র তিনটি মিডিয়া, যারা সুমিষ্ঠ ভাষা ও ক্ষুরধার লেখনীতে যুক্তি খন্ডন করে অতি সুন্দরভাবে জারকের অভিনব মামলা বিষয়ে আবেগপ্রবন, ও সহজ-সরল বাংলাদেশীদেরকে সচেতন করতে চেয়েছিল। জিয়া আহমেদ ও টিটো সোহেল কর্তৃক পরিচালিত রেডিও 'ক্ষনিকা', ড: নার্গিস বানুর রেডিও 'ভয়েস অব বাংলাদেশ' এবং অষ্ট্রেলিয়ার একমাত্র সাপ্তাহিক-আপডেট অনলাইন পত্রিকা কর্ণফুলী 'জারক' ও তার চাতুরালী বিষয়ে ছিল বেশ সোচ্চার। জারককে স্বার্থান্বেষী যেসকল বাংলাদেশী মিডিয়া অহেতুক 'প্রমোট' করেছিল তাদের বিষয়ে প্রবাসী সুশীল সমাজের অনেকেই নানা রকম কটু মন্তব্য করছেন এখন। সিডনীস্থ সংখ্যালঘু ছড়াকার অজয় দাঁশ গুপ্তর মতো বহু চাটুকার এই জারকের প্রশংসায় মাথা নুয়ে মুর্হুমুহু কুর্নিশ করেছিল, কিন্তু এখন শ্বাসরুদ্ধ করে চুপ মেরে বসে আছে।

জারকের দেয়া রেডিও সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন পত্রিকাতে ছাপা সংবাদ ও প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির মন্তব্যের নির্জাস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত কর্ণফুলীর কয়েকটি নিষ্ঠুর অথচ সত্য প্রতিবেদন বিষয়ে আঘাত পেয়ে জারক গত অক্টোবর মাসে অষ্ট্রেলিয়ান সুপ্রীম কোর্টে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের একটি ইজ্জতহানী মামলা করে বসে। বাংলাদেশী 'স্টাইলে' জারক মনে করেছিল মামলার বিবাদীকে ঘুমে রেখে একতরফা মামলার রায় নিয়ে ফেলবে। সেই দুরভিসন্ধিতে জারক কর্ণফুলীর দপ্তরে কোন নোটিশ বা

মামলার কপি সার্ভ করেনি। শেষপর্যন্ত আদালতের কড়াকড়ি আদেশে জারক হাতে হাতে কর্ণফুলী সম্পাদনা পরিষদের কাছে গত ৬ই জানুয়ারী ২০০৭ তার 'ইজ্জতহানী'র নোটিশ সার্ভ করতে বাধ্য হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জারক যেভাবে উকিল-ব্যারিষ্টার ছাড়া মামলা করেছিল ঠিক এবারো কর্ণফুলীর বিরুদ্ধে নিজে নিজেই তা করেছিল। মজার ব্যাপার হলো মানবাধীকার ও শান্তির দেশ অষ্ট্রেলিয়াতে নিজের দারীদ্রতা ও অভাব দেখিয়ে আদালতের 'ফী মওকুফ' চেয়ে একজন রাস্তার ভিক্ষুকও এদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। আর জারক সুসভ্য দেশ অষ্ট্রেলিয়ার সেই উদার সিস্টেমের সুযোগ নিয়ে বিনে পয়সায় একে একে বিভিন্ন মামলা করে যাচ্ছে এবং করদাতাদের খরচের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্ণফূলী নিজস্ব লিগ্যাল টিমের উপদেশ ও সহযোগীতায় তাৎক্ষনীক জারকের অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তি খন্ডন করে আদালতে সাবমিশন দেয়া হয় এবং পাশাপাশি সাবমিশনের কপি জারককে ফ্যাক্স করা হয়। ইজ্জতহানী মামলার প্রথম শুনানী তারিখ হয় ১৭ই জানুয়ারী ২০০৭ সকাল ৯টায়। পুরো লিগ্যাল টিম নিয়ে কর্ণফুলী সম্পাদনা পরিষদ সুপ্রীম কোর্টে প্রথমদিন হাজির হলেও আদালতের আঙিনায় জারকের কোন হদিস মেলেনি। অতপর আদালত ৭ই ফেব্রুয়ারীতে দ্বিতিয় শুনানীর দিন ধার্য করে। দ্বিতিয় শুনানীতে জারক সেদিন একা আদলতে হাজির হয় এবং কর্ণফুলীর সম্পাদনা পরিষদের সকলকে উপস্থিত দেখে জারক আদালতের কাছে সময় চেয়ে হাঁফ ছেড়ে তড়িঘড়ি আদালত আঙ্গিনা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। পরবর্তি শুনানীর তারিখ নির্ধারিত হয় ৭ই মার্চ (টেলিফোন কলওভার), সেদিনের শুনানীতেও জারক অনুপস্থিত ছিল। কর্ণফুলীর আবেদনে মাননীয় আদালত ১৫ই মার্চ পরবর্তী শুনানীর তারিখ নির্ধারন করেন, জারক সেই শুনানীতেও আদালতে হাজির হয়নি। কর্ণফুলীর লিগ্যাল টিম মাননীয় আদালতকে জারকের এই 'ফায়েজলামী' ও গরহাজিরের কথা উত্থাপন করে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং জারককে পরবর্তী শুনানীতে হাজির থেকে কর্ণফুলী'র মোকাবেলা করার জন্যে দাবী করেন। মাননীয় আদালত জারককে তাৎক্ষনিক লিখিতভাবে আদালতে হাজির হতে বলেন নতুবা পরবর্তী শুনানী তারিখে জারকের অনুপস্থিতিতেই আদালত মামলা খারিজ করে দেয়ার কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন। দেখা গেল ২৯ মার্চ জারক পুনরায় হাওয়া, আদালতের আঙিনায় কোর্ট অফিসারের চিৎকার করে ডাকাডাকিতেও জারকের টিকিটিও কোথাও দেখা যায়নি। জনাকীর্ন আদালত কক্ষে প্রচুর শুভানুধ্যায়ী ও সমর্থকের উপস্থিতিতে কর্ণফুলীর সপক্ষে মাননীয় আদালত জারকের ইজ্জতহানী মামলাটি তাৎক্ষনিক খালাস করে দিতে বাধ্য হন।

প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে জারক কেন কর্ণফুলীর বিরুদ্ধে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের ইজ্জতহানী মামলা করেছিল? সেটাও কি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আমেরীকার বিরুদ্ধে গনহত্যা মামলার মত একটা ফায়েজলামী? জারক কেন বারবার এ ধরনের মামলা করে নিরীহ অষ্ট্রেলিয়ান করদাতা ও জনগনের অর্থ অপচয় করছে? জারকের ইজ্জত পাঁচ মিলিয়ন পয়সা হবে কি? জারক আসলে কি চায়? জারকের কৃতকর্মের কিছু লিখিত অভিযোগ কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছ থেকে কর্ণফুলী দোভাষী সেন্টারে অনুবাদ করার জন্যে সম্প্রতি জমা পড়েছে। আগামীতে সেই অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট তদন্ত বিষয়ে কর্ণফুলীতে কয়েকটি প্রতিবেদন ছাপানোর প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের দৈনিক জনকণ্ঠে জারক নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করেছিল তার একটি তুলনামুলক 'চার্ট' আগামী হপ্তায় কর্ণফুলীতে দেখুন। অষ্ট্রেলিয়ান সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের বোধগম্যতার জন্যে জারকের উক্ত সংবাদটি নিখুঁতভাবে ইংরেজীতেও অনুবাদ করা হয়েছে।

কর্ণফুলীতে ছাপানো সেই প্রতিবেদনগুলো ও আদালতের চিঠিটি দেখতে নীচে টোকা মারুন।

প্রতিবেদন # ১ প্রতিবেদন # ২ প্রতিবেদন # ৩ আদালতের চুড়ান্ত চিঠি